সমবায় অধিদপ্তরের ২০১৪ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে একটি ফলপ্রসু সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের আর্থ-সামজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছে সমবায় অধিদপ্তর। দেশে প্রায় দুই লক্ষ সমবায় সমিতির অধিকাংশ সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন করলেও যথাযথভাবে তা বিনিয়োগ করতে পারছেনা। সমবায় সমিতিগুলো শুধু ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে কাংখিত সাফল্য অর্জনে সমর্থ হচ্ছেনা। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদন কার্যক্রমে সমবায় সমিতিগুলোকে খুব একটা বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে না। কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল সীমাবদ্ধতা দুর করা খুব কঠিন নয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সমবায় সমিতিগুলোকে উৎপাদন ভিত্তিক কার্যক্রমে উৎসাহিত করে তোলার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উৎপাদনকে সমিতি গঠনের অন্যতম শর্ত হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামঃ

সমবায়ীদেরে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সফল সমবায় সমিতির সমন্বয়ে বাজার কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়েছে। এ কনসোর্টিয়াম এর আওতায় ঢাকায় ৪টি আউটলেট ও একটি প্রধান বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে মানসম্পন্ন, ভেজালমুক্ত পণ্য সঠিক ওজনে ও ন্যায্যমুল্যে "একটি সমবায়ী পণ্য" নামে ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে ৩৭০টি সমবায় বাজারের মাধ্যমে সমবায়ীদের পন্য বিক্রয় করার উদ্যোগ নিয়ে এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। উৎপাদন ও বাজার এর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করে সমবায় অধিদপ্তর টেকসই উৎপাদনমুখী সমবায় আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁওয়ে স্থাপিত সমবায় বাজার কসসোর্টিয়ামের বিক্রয়কেন্দ্র

জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনঃ

১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়েছে জাতীয় সমবায় দিবস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে এ দিবসের উদ্বোধন করেন। উৎপাদনভিত্তিক সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলে আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্লোগান নিয়ে এই দিবস উদযাপিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভশীল, আত্মমর্যাদাশীল ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের

সমবায় ভিত্তিক দেশ গড়ার নির্দশনা অনুসরন করার আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি গ্রামকে উন্নয়নের ভিত্তি গন্য করে প্রতিটি গ্রামে উৎপাদন ভিত্তিক সমবায় কার্যক্রম পরিচালনার নির্দশ প্রদান করেন। একইসাথে সমবায়ী পন্য বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সমবায় বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি সমবায় সমিতিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশের সফল সমবায় সমিতি ও সফল সমবায়ীদের জাতীয় সমবায় পুরষ্কারে ভুষিত করেন।

জাতীয় সমবায় অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষন দেন। অনুষ্ঠানে তিনি সফল সমবায় সমিতি ও সফল সমবায়ীদের জাতীয় সমবায় পুরষ্কারে ভুষিত করেন।

সমবায় প্রদর্শনী ও ওয়েবসাইট উদ্বোধনঃ

জাতীয় সমবায় দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানস্থল বংগবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় সমবায়ী পণ্যের প্রদর্শনী। ৬৪ জেলা হতে সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য এ প্রদর্শনীতে উপস্থাপন কর হয়। প্রদর্শনিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের পন্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের একটি ওয়েবসাইট (www.sbclbd.org) উদ্বোধন করেন। ওয়েবসাইটটিতে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের তালিকার পাশাপাশি উৎপাদক সমবায় সমিতির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেয়া হয়েছে। ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী সমবায় বাজার কনসোর্টিয়া বা উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে পন্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।

সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের ওয়েবসাইট

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশের সমবায়ীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ''সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ'' এবং ''দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিসত্মৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প দুটির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তেমনি দেশ দুগ্ধ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে আরো এগিয়ে যাবে। যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হবে। প্রকল্পের সুবিধাভোগী ৪,২৫০ জন মহিলা ও বেকার যুবকদের আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এ প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬০,০০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদিত হবে। পাশাপাশি প্রকল্পগুলো জৈব সার তৈরী, বায়োগ্যাস উৎপাদন ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ২০১৪ সালে প্রকল্পগুলোর আওতায় ৬৩৭ জনকে সম্পদ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

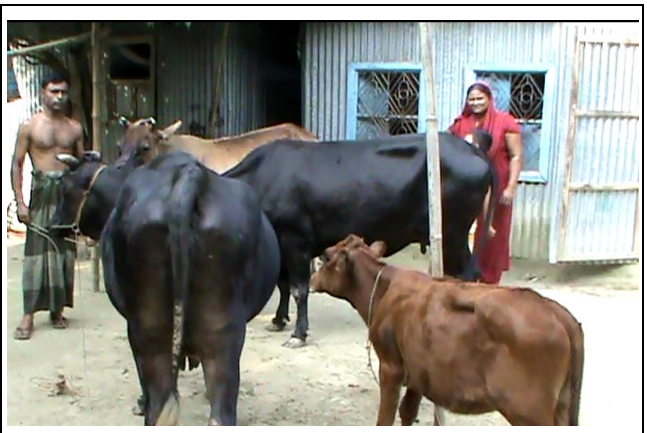

প্রকল্প সহায়তা গ্রহণ করে বর্তমানে স্বাবলম্বী সুবিধাভোগী পরিবার।

সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সহজ, সাবলীল ও গণমুখী করার উদ্দেশ্যে এর সকল কার্যক্রমকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে "সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিজিজেন সার্ভিস উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার ও সফট্ওয়্যার ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন, ডায়নামিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-সিটিজেন সার্ভিস চালুকরণ, সমবায় সমিতির তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ চালুসহ সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল ও সমবায়ীদেরকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চলতি বছরে ৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে সকল সমবায় সমিতির বাৎসরিক কার্যক্রমের ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করা হবে। ফলে সমবায় সমিতিগুলোর মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় সমর্থনের লক্ষ্যে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহন করা সহজ হবে।

"সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিজিজেন সার্ভিস উন্নয়ন" প্রকল্প এর আওতায় স্থাপিত ডাটাবেজ সেন্টার।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

২০১৪ তে সমবায় সমিতিগুলোর আওতায় সমবায়ী জনগোষ্ঠির সংখ্যা ১ কোটি অতিক্রম করেছে যা মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশের বেশী। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সমাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ বিপুল জনগোষ্ঠির সুশৃংখল কর্মপ্রয়াস আবশ্যক। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর এ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। একটি একাডেমী সহ ১১ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মকান্ড এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রদান করে থাকে। এছাড়া ৬৪ জেলায় পরিচালিত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দলের মাধ্যমে সমবায় আদর্শ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনা করে ও সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করে এ বছর প্রশিক্ষণ মডিউলকে যুগোপযোগী করে বিন্যাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দল কর্তৃক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে সর্বমোট ৯,৬৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<table>
<tr>
<td>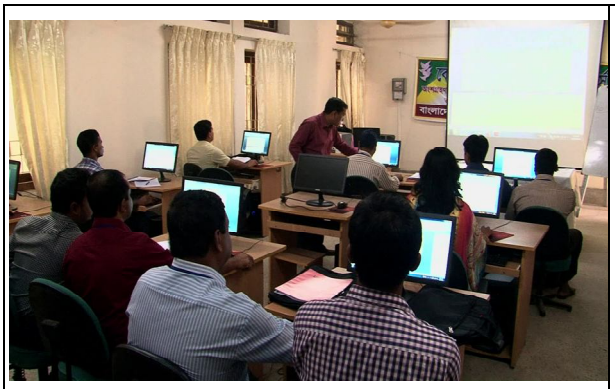</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>কোটবাড়ী, কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td>
<td>সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সমবায়ীগণ</td>
</tr>
</table>

বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৪,৬৬২ টি। এসকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০২,৯৭,৯৮১ জন। সমিতিগুলোর কার্যকরী মুলধনের পরিমান হয়েছে ১১,৮৪৪ কোটি টাকা এবং মোট নিজস্ব সম্পদের পরিমান হয়েছে প্রায় ৭,০৮৪ কোটি টাকা । চলতি বছর শেষে এই সমিতিগুলোর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পরিমান হয়েছে প্রায় ৪,৮৪,০০০।